بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার প্রেক্ষাপটে দায়িত্বরত কর্মী এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য কতিপয় মূল্যবান উপদেশ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৫ জুলাই, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের হাদিকাতুল মাহ্‌দীর জলসা প্রাঙ্গণে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ আজ অপরাহ্ন থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এ জলসা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে; এতে জামা'তের সদস্যদের জ্ঞানগত, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আল্লাহ্‌তা'লা সকল অংশগ্রহণকারীদের এ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। এখন আমি জলসায় সেবারত কর্মী এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলব।

ইসলামে অতিথিদের আতিথেয়তার প্রতি অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সা.)ও এর প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা অতিথিদের নায্য অধিকার প্রদান করো। এর নায্য অধিকার হলো, কয়েক দিনের আতিথেয়তা। সাহাবীগণের ওপর এত গভীরভাবে তাঁর (সা.) উপদেশের প্রভাব পড়েছিল যে, সাহাবাগণ ত্যাগ স্বীকার করে, স্ত্রী সন্তান-সন্ততিদের অভুক্ত রেখে, নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে অতিথিদের আতিথেয়তা করতেন। সুতরাং, আজকাল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে সকল অতিথিবৃন্দ জলসা শুনতে আসছেন তাদের সর্বপ্রকার সেবা ও আতিথেয়তা প্রদান করা প্রত্যেক বিভাগে সেবারত কর্মী, অফিসার ও সহযোগীদের কাজ। এ দিনগুলোতে সকল স্তরের কর্মীদের পরিশ্রম, ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ করা উচিত। অতিথিদের পক্ষ থেকে কোনো কঠোর কথা শুনলেও উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা উপেক্ষা করুন। এখানে বহু বিভাগ রয়েছে। আমি গত খোতবায় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রত্যেক বিভাগের অফিসার ও সহযোগীরা হাসিমুখে নিজেদের কাজ করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তা সম্পর্কে বহু ঘটনা রয়েছে। তিনি (আ.) বিশেষভাবে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন যে, অতিথিদের সঙ্গে কেমন উত্তম আচরণ করতে হবে। তাঁর দিকনির্দেশনা ও ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনীগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। আসাম থেকে আগত অতিথিদের আতিথেয়তার একটি বিখ্যাত ঘটনাও রয়েছে, তিনি কীভাবে তাদের সেবা করেছিলেন। আমরা এই ঘটনাটি শুনি এবং আনন্দিত হই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে তাদের খেয়াল রেখেছিলেন। কিন্তু এটি সমস্ত কর্মী, সমস্ত কর্তব্যরত ব্যক্তি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার জন্য আত্মনিবেদনকারী সকলের জন্য একটি শিক্ষা।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) এমনই অতিথি সেবার আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ানে এসেছিলাম। হযরত সাহেব নিজ হাতে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসেন এবং বলেন,‘ আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন আমি এখনই আপনার জন্য পানি নিয়ে আসছি’। মুফতি সাহেব বলেন, তখন অবলীলায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে কেননা, মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক হয়েও আমাদের এরূপ সেবা করছেন, তাহলে আমাদের তার সেবক হয়ে কীরূপ সেবার মান প্রদর্শন করা উচিত! হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি ছিল একটি উত্তম আদর্শ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জীবনে অতিথি আপ্যায়নের এহেন প্রভূত ঘটনাবলী বিদ্যমান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, আমার সর্বদা এ দুশ্চিন্তা থাকে যে, অতিথির যেন কোনো কষ্ট না হয়। এ কারণে আমি সর্বদা তাগিদ দিতে থাকি যে, যতটুকু সম্ভব অতিথিদের সেবাযত্ন করা উচিত। অতিথিদের হৃদয় সংবেদনশীল কাঁচের ন্যায় হয়ে থাকে যা সামান্য আঘাতেই ভেঙে যায়। তোমরা তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করো। সুতরাং এটি হলো সেই উত্তম আদর্শ ও উপদেশ যা তিনি (আ.) মহানবী (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমাদেরকে প্রদান করেছেন। একদা তিনি (আ.) লঙ্গরখানার ইনচার্জ সাহেবকে বলেন, দেখো! অনেক অতিথি এসেছে। তাদের কাউকে চেনো আবার কাউকে চেনো না। তাই সবাইকে সম্মানের চোখে দেখো এবং আতিথেয়তা করো। অতএব, প্রত্যেক কর্মীর তিনি যে বিভাগেই কাজ করুন না কেন অতিথিপরায়নতার অধিকার আদায়ের পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত।

রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে জলসা প্রাঙ্গণে পৌঁছানো পর্যন্ত বহু বিভাগ রয়েছে। এই সকল বিভাগে সেবারত কর্মীরা অতিথিদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সেখানে প্রতিটি কর্মীর উত্তম আচরণ ও উচ্চ নৈতিকতা প্রদর্শন করা উচিত। খাবার রান্না ও পরিবেশনের বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগেরও আতিথেয়তার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। কেননা এটি আতিথেয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতিথিদের সম্মানের সাথে পেট ভরে খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। লঙ্গরখানায় যারা কাজ করে তাদের উন্নত মানের খাবার রান্নার চেষ্টা করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যেন খাবারে ঘাটতি না হয়। অনুরূপভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের অঙ্গ; তাই এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। কিছু মানুষ জলসার সঠিক গুরুত্ব অনুধাবন না করার কারণে সম্পূর্ণ জলসা শ্রবণ করেন না। সেহেতু শৃঙ্খলা বিভাগের কাজ হলো, নারীপুরুষদের কোমলতার সাথে বোঝান। যা’হোক, কর্মীরা এ দিনগুলোতে উন্নত চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করুন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্মীদের কাছে যে সু-ধারণা করেছেন তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন।

অতঃপর হুযুর (আই.) জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সম্বোধন করে বলেন, যদিও অ-আহমদী কিছু অতিথি এসে থাকেন। কিন্তু এই কয়েক জন ব্যতীত আগত অতিথিদের মধ্যে অধিকাংশই আহ্‌মদী। আপনারা এখানে জলসা শুনতে এসেছেন। তাই এদিকে মনোযোগ দেবেন না যে, আপনাদের আতিথেয়তা ঠিকভাবে হয়েছে কি না কিংবা আপনাদের জন্য ব্যবস্থাপনা সঠিক হয়েছে কি না অথবা কোন কর্মী আপনাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন? আপনাদের এখানে আগমনের মূল লক্ষ্য হলো, আধ্যাত্মিকভাবে লাভবান হওয়া। আর আপনাদের এ লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করা উচিত। যদিও সেবারত কর্মীদের আন্তরিকতার সাথে আতিথেয়তার পরিপূর্ণচেষ্টা করা উচিত এবং তারা তা করেও থাকেন। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব হলো, কর্মীদের কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে তা উপেক্ষা করা। আপনারা যদি এমনটা করেন, তাহলে এখানে আসার লক্ষ্য পূরণে সার্থক হবেন এবং এর ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। প্রত্যেক অতিথির এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? আর তা কেবল উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ এবং খোদাতা'লাকে স্মরণের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। খাবার মার্কিতে প্রত্যেক অতিথির কর্তব্য হলো সর্বদা রিযিককে (খাদ্যকে) গুরুত্ব দেওয়া। অতিথিদের উচিত, জলসা সালানার এই দিনগুলোতে খাবারকে বরকত মনে করে খাওয়া এবং সব সময় এই বিষয়টির খেয়াল রাখা যে, আমরা যেন রিজিককে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাই এবং এভাবে খাবার মার্কিতে কতর্বরত কর্মীদের জন্যও যেন সহজ হয়। সব সময় মনে রাখবেন যে, আপনাদের জলসার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে এবং জলসার সেই সকল কল্যাণ সংগ্রহ করার এবং সেগুলোর মাধ্যমে নিজের ঝুলি ভর্তি করার চেষ্টা করতে হবে, যার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই জলসার সূচনা করেছিলেন। যেমন, তিনি (আ.) বলেছেন, যে কোনো কাজ হোক, তা যেন আল্লাহ্‌র জন্য হয় এবং যে কোনো কথা হোক, তা যেন আল্লাহ্‌র জন্য হয়। প্রত্যেককে এই নীতিটি নিজের সামনে রাখা উচিত। এই বিষয়েও মনে রাখবেন যে, আমাদের দিনগুলো যেন আল্লাহ্‌র যিকিরে অতিবাহিত হয়। জলসা শ্রবণের সময়েও যিকরে এলাহীতে রত থাকুন, অন্যান্য সময়ে এবং পারস্পরিক সাক্ষাতের সমগুলোতেও ধর্মের কথা আলোচনা করুন। তাহলেই সেই পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে উদ্দেশ্যে এ জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মনোযোগ আকর্ষণ বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, তোমরা যদি জলসার কার্যক্রম মনোযোগ সহকারে না শোনো, তাহলে তোমাদের এখানে জলসায় আসার কোনো লাভ নেই। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদেরকে সংশোধন করা। নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা। নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করা। আর এ জন্য আমাদের পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। নৈতিকভাবেও নিজেদের অবস্থাকে উন্নত করতে হবে। নিজেদের বন্ধু-বান্ধব এবং ভাইদের জন্য আত্মোৎসর্গতার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে, আন্তরিক ক্ষোভ দূর করতে হবে এবং এটিও একটি মহান উদ্দেশ্য। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং এতে এত হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন, এটিও এমন একটি পরিবেশ যে, যদি এর মধ্যে আমরা পরস্পরের সাথে সদাচরণ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করি, তাহলে সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরি হবে, যেখানে ভালোবাসা, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্য থাকবে, যা ইসলামী শিক্ষার বিশেষত্ব। আর এর উপর আমল করেই মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট সফল হতে পারে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। সুতরাং, এই দিকে কর্মীরা এবং আগমনকারী অতিথিরা উভয়ই দৃষ্টি দিন যে, আমাদের চরিত্র যেন সর্বদা উন্নত হয় এবং

প্রতিটি অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা দোয়ায় রত থাকুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসা সম্পর্কে প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা, রাস্তার নিয়মকানুন মেনে চলা, পরিচ্ছন্নতা, বাচ্চার মা, একইভাবে পার্কিং এবং গেট সহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও উপদেশ প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ করুন আপনারা যেন সকলে এই জলসা থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপকৃত হতে পারেন, এর কল্যাণ থেকে লাভান্বিত হতে পারেন এবং যখন এখান থেকে ফিরে যাবেন, তখন নিজেদের ঝুলি ভর্তি করে ফিরে যান, যা আল্লাহর অনুগ্রহ সংগ্রহ করার ন্যায় হবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হয়ে আপনারা যেন ফিরে যান। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সুরক্ষা করুন এবং আপনাদের বংশধরদের ওপর দয়া ও কৃপাবারী বর্ষণ করতে থাকুন। আপনারা যেন সর্বদা আহ্মদীয়া জামাতের একটি কার্যকর সত্তা হয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করেন। আপনাদের বংশধররাও যেন একইভাবে একটি পবিত্র এবং কার্যকর সত্তা হয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করে। আল্লাহ্তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রাখুন।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত বছরগুলোর ন্যায় এই বছরও বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শনী রয়েছে। সেগুলো ভালো, তথ্যপূর্ণ, জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যম এবং আকর্ষণীয়ও বটে। এগুলোও দেখার চেষ্টা করুন। একইভাবে, বুক স্টলে নতুন পুস্তকাদিও এসেছে, সেখানেও অবশ্যই যান। বিরতির সময় শুধু বাজারের কেনাকাটা করবেন না বরং এই আধ্যাত্মিক খাদ্য থেকেও উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন। আমিন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

25 July 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat